তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩৫

ক্রিকেটার মোশাররফ হোসেন রুবেলের চিকিৎসার জন্য চেক হস্তান্তর করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২১ আশি^ন (৬ অক্টোবর) :

 ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত ক্রিকেটার মোশাররফ হোসেন রুবেলের চিকিৎসার জন্য দুই লাখ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। রুবেলের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলনে কক্ষে মোশাররফ হোসেন রুবেলের চিকিৎসার জন্য চেক প্রদান অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করীম এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

 প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতেও রুবেলের পাশে থাকার এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতা কামনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

#

আরিফ/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩৪

পৌরসভার উন্নয়নে কাজ করছে সরকার

 --- কৃষিমন্ত্রী

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ২১ আশি^ন (৬ অক্টোবর) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, পৌরসভার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। অবকাঠামো উন্নয়ন ও সকল শ্রেণির নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত পৌরসভার ২৬টি নতুন সড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

 আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইলে মধুপুর পৌরসভার ১১টি নবনির্মিত সড়ক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, মধুপুরকে একটি আধুনিক পৌরসভায় রূপান্তরিত করা হবে। এজন্য আপনাদের সন্তানদের পড়ালেখা করাতে হবে। তাদেরকে দেশ সেবার যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

 অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধুপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ছরোয়ার আলম খান আবু, পৌর মেয়র মাসুদ পারভেজ, উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

 উল্লেখ্য, পরে মন্ত্রী উপজেলার মোট ২৩টি শারদীয় দুর্গাপূজার ম-প পরিদর্শন করেন।

#

গিয়াস/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩৩

**সব ধর্মের মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ পেরুবে স্বপ্নের ঠিকানা**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

**ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :**

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সব ধর্মের মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় সরকার দেশকে নিয়ে অতিক্রম করবে স্বপ্নের ঠিকানা।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ধানমণ্ডি সার্বজনীন পূজা কমিটি আয়োজিত কলাবাগান পূজামণ্ডপ দর্শনশেষে সমবেত বিপুলসংখ্যক পূজারী ও দর্শনার্থীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্যে একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-সহ সকল ধর্মের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতে অর্জিত লাল-সবুজের পতাকা অসাম্প্রদায়িকতার অনন্য প্রতীক। আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি, তারপর আমরা কে কোন ধর্মের। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার শেকল ভেঙে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। তাই এ দেশ আমাদের সবার। সবাই মিলেই এদেশকে আমরা স্বপ্নের ঠিকানাতেই শুধু পৌঁছুবো না, সেই ঠিকানা অতিক্রম করে যাবো।’

 'ধর্মীয় উৎসব এখন আর শুধু সে ধর্মের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,  প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর আনন্দ আজ সার্বজনীন' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, '২০০৮ সালে দেশে পূজামণ্ডপ ছিল প্রায় ১১ হাজার, এখন তা ৩১ হাজারেরও বেশি। এই তিনগুণ বৃদ্ধির কারণ, নিজধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্যবৃদ্ধি ও নিরাপত্তাবোধের স্বস্তি। হিন্দু ধর্মমতে দুর্গাদেবীর আগমনে ধরায় অসুর দূরীভূত হয়ে সারাবছর শান্তি বিরাজ করুক' এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলকে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী।

 ধানমণ্ডি পূজা কমিটির সভাপতি অমর কৃষ্ণ পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার বসু, সহসভাপতিদের মধ্যে অধ্যাপক বি কে সাহা প্রমুখ এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/২০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩২

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা

ঢাকা, ২১ আশি^ন (৬ অক্টোবর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের উপযোগী বই, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার সংকলন-সহ তাঁকে নিয়ে একটি কফি টেবিল বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শকে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক পাঠকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনী প্রকাশিত হবে।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে প্রফেসর ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটির এক সভায় এসব কথা জানানো হয়।

 জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, উপকমিটির সদস্য সচিব কাজী আনিস আহমেদ-সহ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ড. রাশিদ আসকারী, প্রফেসর আহমেদ আহসানুজ্জামান, প্রফেসর ড. সামসাদ মূর্তজা এবং সাদাফ সাজ্।

#

নাসরীন/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩১

**বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বঙ্গবন্ধু একে অপরের পরিপূরক**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন ( ৬ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অপরের পরিপূরক। বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে তাঁর নেতৃত্বে। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন,  ’৬৬ এর ছয়দফা,  ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ’৭০ এর নির্বাচন এবং ’৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ-সহ দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর পরিবাগস্থ সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে শ্রাবণ বইগাড়ি এর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের পাক্ষিক আয়োজন কথাশিল্পী মোস্তফা কামালের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ত্রয়ী উপন্যাস (অগ্নিপুরুষ, অগ্নিকন্যা ও অগ্নিমানুষ) সম্পর্কে বই আড্ডা-২ ও আবৃত্তি সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, কথাশিল্পী মোস্তফা কামাল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাসে ইতিহাসের আবহ নির্মাণ, যুগের চালচিত্র রূপায়ণ এবং উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা ও ভাষাশৈলী সৃষ্টিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গতিময় ও আবেগপূর্ণ বাক্য, তদ্ভববহুল শব্দ এবং প্রাসঙ্গিক প্রবাদ-প্রবচন ও লোকসংগীতের ব্যবহার উপন্যাসের ভাষাশৈলীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

দৈনিক কালের কণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও কথাশিল্পী মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

*#*

*ফয়সল/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০১৯/১৯৩২ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩০

**বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ রাষ্ট্র**

 **---ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ২১ আশ্বিন ( ৬ অক্টোবর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সকল  ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আদর্শ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কোটালীপাড়া উপজেলার পিঞ্জর ইউনিয়নের ছত্রাকান্দায় সর্বজনীন  দুর্গা মন্দির কর্তৃক আয়োজিত  সারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে  বিনামূল্যে  ডায়াবেটিস পরীক্ষা,  ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় অত্যন্ত আনন্দঘন এবং নিরাপদে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এ বছর যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে সকালে প্রতিমন্ত্রী গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালী বাড়ী মন্দিরের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন   করেন ও  ভক্তদের সাথে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

#

আনোয়ার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৯২৭ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3829

**miKvi `yb©xwZi weiæ‡× wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ ev¯Íevqb Ki‡Q**

 **--- gyw³hy× welqK gš¿x**

XvKv, 21 Avwk^b (6 A‡±vei) :

 gyw³hy× welqK gš¿x Av K g †gvRv‡¤§j nK e‡j‡Qb, eZ©gvb miKvi `yb©xwZi weiæ‡× wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ ev¯Íevqb Ki‡Q| Ab¨vqKvix †hB †nvK bv †Kb KvD‡KB Qvo †`Iqv n‡e bv| QvÎjxM, hyejxM, AvIqvgx jxM †Kv‡bv cwiPqB we‡ePbv Kiv n‡e bv|

 gš¿x AvR bvivqYM‡Äi †mvbviMuvI‡qi cÂgxNv‡U kvi`xq `yM©vc~Rvi c~RvgÐ‡c Aógx c~Rv Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw\_i e³‡e¨ Gme K\_v e‡jb|

 gš¿x e‡jb, eZ©gvb miKvi mKj a‡g©i Abymvix‡`i mgvb ag©xq ¯^vaxbZv cÖ`vb Ki‡Q| G miKvi ag© hvi hvi, Drme mevi bxwZ‡Z wek¦vmx| RvwZ ,ag©, eY© wbwe©‡k‡l mK‡j wg‡j GB †`k‡K M‡o Zzj‡Z n‡e|

#

`xcsKi/bvBP/‡gvkvid/Rqbyj/2019/1900NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3828

**mwVK RbmsL¨v I RbmsL¨vi eqmwfwËK wefvRb Rvbv Riæwi**

 **--- ¯’vbxq miKvi gš¿x**

XvKv, 21 Avwk^b (6 A‡±vei) :

 ¯’vbxq miKvi gš¿x †gvt ZvRyj Bmjvg e‡j‡Qb, AvaywbK iv‡óªi cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡bi Rb¨ mwVK RbmsL¨v I RbmsL¨vi eqmwfwËK wefvRb Rvbv LyeB cÖ‡qvRb| †`‡k wmwU K‡c©v‡ikb, †cŠimfv, K¨v›Ub‡g›U †evW©, BDwbqb cwil` I we‡`‡k Aew¯’Z 55wU `~Zvevm-mn †gvU
5 nvRvi 107 wU wbeÜK Kvh©vj‡q AbjvB‡b Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|

 gš¿x AvR ivRavbxi KvKivB‡j Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii AwW‡Uvwiqv‡g ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb †iwR÷«vi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq Av‡qvwRZ ÔRvZxq Rb¥ wbeÜb w`em 2019Õ Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw\_i e³‡e¨ Gme K\_v e‡jb|

 gš¿x e‡jb, mvwe©Kfv‡e evsjv‡`‡k Rb¥ wbeÜ‡bi nvi cÖvq kZfvM n‡jI wkïi R‡b¥i 45 w`‡bi g‡a¨ Rb¥ wbeÜ‡bi nvi GL‡bv m‡šÍvlRbK bq A\_P we‡k¦i DbœZ †`kmg~‡n wkïi R‡b¥i m‡½ m‡½B Rb¥ wbeÜb Kiv nq| GUv Kiv bv n‡j wkïi Rb¥ ZvwiL cwieZ©b Kivi my‡hvM \_v‡K| Giƒc Ae¯’vq mgv‡R evj¨weevn, AcÖvßeq¯‹ wK‡kvi-wK‡kvix‡`i kÖwgK wn‡m‡e we‡`k Mg‡bi cÖeYZv evo‡e, mvwe©Kfv‡e wkïi AwaKvi myiÿv KwVb n‡e|

 Rb¥ wbeÜb mb‡`i cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL K‡i gš¿x e‡jb, RvZxq cwiPqcÎ Kiv n‡q‡Q 18 eQ‡ii E‡aŸ© eqmx‡`i Rb¨| wKšÍz Rb¥ mb` mevi Rb¨B cÖ‡qvRb| Rb¥ wbeÜb mb‡` wkïi hveZxq Z\_¨ mwbœ‡ewkZ \_vK‡Z n‡e| wkïwUi hLb 18 eQi c~Y© n‡e ZLb †m RvZxq cwiPqcÎ cv‡e Ges ¯^qswµqfv‡e †fvUvi ZvwjKvq Zvi bvg DV‡e|

#

nvmvb/bvBP/iwdKzj/Rqbyj/2019/1850NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৮২৭

**ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সূচকেও বাংলাদেশের চমক**

 **--অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

বেশ কয়েক বছর ধরে সামাজিক সূচকে সাফল্যের শিখরে থাকা বাংলাদেশ এবার চমক দেখাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সূচকেও। সরকারের নানা উদ্যোগ ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের ফলে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিতব্য ‘ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০’ এর তালিকায় সবচেয়ে উন্নতিকারী ২০টি দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আজ ৬ অক্টোবর শনিবার কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গণসংযোগকালে পথসভা বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর ২০১৯ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক অনুসারে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি। স্পেকটেটর ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী, গত ১০ বছরে মোট ২৬টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচক অনুসারে, দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসকারী দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

#

তৌহিদুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৬

**রেডিও এশিয়া কনফারেন্সের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :**

 **আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ‘এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (এবিইউ) রেডিও এশিয়া কনফারেন্সে এবং রেডিওি সং ফেস্টিভ্যাল-২০১৯’। বাংলাদেশ বেতার ও এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন এর যৌথ আয়োজিনে অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এতে সভাপতিত্ব করেন।**

 **তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূরুল করিম, বাংলাদেশে টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশিদ, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশের বেতারের মহাপরিচালক নারায়ন চন্দ্র শীল, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহন করেন।**

 **হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনে এই অঞ্চলের রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রমের উন্নয়ন কৌশল, গণমাধ্যমে তথ্য ও ভুল তথ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, বাংলাদেশ বেতারের ইতিহাস ও কার্যক্রমসহ বেতার সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন।**

 বর্তমানে ৭৬টি দেশের ২৭২টি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান এবিইউ’র সদস্য। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ইউনিয়ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল-সহ সারা বিশ্বের সম্প্রচার মাধ্যমের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

#

পরীক্ষিৎ/রেজাউল/২০১৯/১৬৪৬ ঘণ্টা

*Z\_¨weeiYx b¤^i :3825*

*৭ দিনের মধ্যে বিসিকের ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ শিল্প প্রতিমন্ত্রীর*

*ঢাকা, ২১ আশ্বিন ( ৬ অক্টোবর) :*

*সাত দিনের মধ্যে বিসিকের ফাইল নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। কোন শিল্পোদ্যোক্তা যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের কর্মকর্তাদের সচেতন হওয়ার আহবান জানান প্রতিমন্ত্রী।*

*আজ উত্তরায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিসিকের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।*

*শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহে কোন প্রকার দুর্নীতি হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী এসময় শিল্পনগরীসমূহে শিল্পকারখানা ব্যতীত অন্য কোনো স্থাপনা যেন না থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী গ্রামকে শহরে পরিণত করতে স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে বিসিকের তৎপরতা আবশ্যক। প্রতিমন্ত্রী মাঠ পর্যায়ে ভালো কাজের জন্য কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিকের প্রতি আহ্বান জানান।*

*শিল্পনগরীসমূহের খালি প্লটসমূহে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে জেলা পর্যায়ে মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দেন প্রতিমন্ত্রী।*

*বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম। দুই দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে বিসিকের সদরদপ্তর, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।*

*#*

*মাসুম বিল্লাহ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/কুতুব/২০১৯/১৬১৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৬

**রেডিও এশিয়া কনফারেন্সের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ‘এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (এবিইউ) রেডিও এশিয়া কনফারেন্সে এবং রেডিওি সং ফেস্টিভ্যাল-২০১৯’। বাংলাদেশ বেতার ও এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন এর যৌথ আয়োজিনে অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এতে সভাপতিত্ব করেন।

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূরুল করিম, বাংলাদেশে টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশিদ, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশের বেতারের মহাপরিচালক নারায়ন চন্দ্র শীল, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহন করেন।

 হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনে এই অঞ্চলের রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রমের উন্নয়ন কৌশল, গণমাধ্যমে তথ্য ও ভুল তথ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, বাংলাদেশ বেতারের ইতিহাস ও কার্যক্রমসহ বেতার সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন।

 বর্তমানে ৭৬টি দেশের ২৭২টি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান এবিইউ’র সদস্য। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ইউনিয়ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল-সহ সারা বিশ্বের সম্প্রচার মাধ্যমের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

#

পরীক্ষিৎ/রেজাউল/২০১৯/১৬৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৪

**সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিশুদের পুষ্টি চাহিদার ওপর সরকারের গুরুত্বারোপ**

 **- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বর্তমান সরকার শিশুদের পুষ্টিচাহিদার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। তিনি বলেন, শৈশবে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার থেকে কেউ যদি বঞ্চিত হয়, তবে সারাজীবন এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান প্রজন্ম।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পুষ্টিচাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ‘যত্ন’ প্রকল্পের উপকারভোগী বাছাই পর্বের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ বাস্তবায়ন করবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাসে সম্প্রতি জাতীয় মিলনীতি ২০১৯ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যালয়ে শিশুরা শারীরিকভাবে সবল ও মানসিকভাবে উৎফুল্ল থাকবে, লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

 অনুষ্ঠানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী চিলমারী উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসবের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন ।

#

রবীন্দ্রনাথ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৩

**ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩১৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৭৩ জন।

 প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৮৮ হাজার ৩৫৬ জন, যা হাসপাতালে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর প্রায় ৯৮ শতাংশ। বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগী আছেন ১ হাজার ৩৩৮ জন। এ যাবত ৮১ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২২

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯’ উপলক্ষে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশধরা নিষিদ্ধের ব্যাপারে সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 ‘৯ থেকে ৩০ অক্টোবর মোট ২২ দিন প্রধান প্রজনন মৌসুমে সারাদেশে ইলিশ-আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।’

#

শাহ আলম/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২১

**সত্যপ্রিয় মহাথের এর মৃত্যুতে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত কক্সবাজার রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের’র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। তিনি সত্যপ্রিয় মহাথের’র বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

 শোকবাতার্য় মন্ত্রী বলেন, সত্যপ্রিয় মহাথের বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬৯ বছর ভিক্ষু জীবন কাটিয়েছেন। প্রবীণ এ বৌদ্ধ ধমীর্য় গুরু ২০১৫ সালে সমাজ সেবায় অবদানের জন্য একুশে পদক পান।

 উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সত্যপ্রিয় মহাথের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

নাছির/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২০

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য : ‘আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ‘শিশু আইন’ প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। আমরা জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি।

 আজকের শিশুরাই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, শিশু আইন ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা ও ভাতা প্রদান, পথশিশুদের পুনর্বাসনসহ তাদের জীবনমান উন্নত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। শিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে স্কুল টিফিন, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। পাশাপাশি, বর্তমান সরকার হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ এবং চা-বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

 আমরা দেশের সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে কাজ করে যাচ্ছি। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও অধিকার বাস্তবায়নে এবং শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ ও নির্যাতন বন্ধে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিককে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

 আমি আশা করি, দেশের শিশুদের আগামী নেতৃত্বের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

 আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৯ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

জাহিদ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৯

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ অক্টোবর ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

 শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই ন্যস্ত হবে আগামী দিনের নেতৃত্ব। তারাই ভবিষ্যতে সমাজ, দেশ ও বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায়। এ জন্য তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা স্নেহ-মমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়। বিশ্ব শিশু দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ‘আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

 শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদনের বিকল্প নেই। এগুলো শিশুর অধিকার। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ এ সনদে অনুস্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০’, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১’ ও ‘শিশু আইন ২০১৩’। এসব কর্মসূচি ও নীতিমালা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

 আমাদের স্বপ্ন শিশুর বাসযোগ্য বিশ্ব বিনির্মাণ। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। আমি আশা করি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯’ উদ্যাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহমমতা ও নিরাপদে বেড়ে উঠুক - বিশ্ব শিশু দিবসে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

 আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯’- এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৮

**বিশ্ব বসতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য 'Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth' অর্থাৎ ‘বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার’। এ প্রতিপাদ্যটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

 আমাদের সরকারের উদ্যোগে গড়ে তোলা আবাসিক প্রকল্পসমূহে নিজস্ব সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। আমরা অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও উপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সরকার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। নগরায়ণ, শিল্প কলকারাখানা স্থাপনসহ যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর রাখার পাশাপাশি আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিসমূহ টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। উপরন্তু, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে উন্নত নাগরিক জীবন নিশ্চিত হবে।

 নগরায়ণ ও আবাসনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সাথে আমি বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং দেশবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত নিরাপদ এবং বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

 আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

জাহিদ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৭

**বিশ্ব বসতি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ অক্টোবর ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বাংলাদেশে জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth' তথা ‘বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার’ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

 বিশ্বায়নের যুগে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক নগরায়ণের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের চাহিদা পূরণে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি সৃজনশীল প্রযুক্তির ব্যবহারও অপরিহার্য। রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে সরকার টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নগরায়ণ গড়তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলায় বাসাবাড়ি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করে সংগৃহীত বর্জ্য দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা হচ্ছে। নদী, খালবিলে জমে থাকা কচুরিপানা অপসারণ করে তা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করে কৃষি জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

 বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ সম্ভব। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করার এ যাত্রায় সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে দেশবাসীর প্রতি আমি আহ্বান জানাই।

 আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা